তারিখ 12 MAY 2014 ... পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ...

কালের কণ্ঠ

এ এন রাশেদা ▶

শিক্ষানীতিতে শিক্ষার দর্শন নেই

শিখে লাভ নেই, বলেও নেই—তা যদি গণমানুষের স্বার্থে হয়, মানবতার পক্ষে হয়। স্বয়ং বঙ্গবন্ধু শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির আকাঙ্ক্ষায় বিজ্ঞানী ড. কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে যে শিক্ষা কমিশন গঠন করেছিলেন, সেই কমিশনের আকাঙ্ক্ষা কি বাস্তবায়িত হয়েছে? ১৯৭৫ সালের পর তাঁর দল দুবার সরকার গঠন করে ১০ বছর অতিক্রম করেছে এবং দুবারই শিক্ষা কমিটি গঠন করে ২০০০ ও ২০১০ সালে এ দুটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছে। কথা ছিল, বলা যায় সরকারি প্রজ্ঞাপন ছিল খুদা কমিশনের মূলনীতি বাস্তবায়নের জন্য কমিটি কাজ করবে। দেখা যাচ্ছে, সরকারের কথাই সেখানে বাস্তবায়িত হয়নি।

পত্রিকার খবরে জানা গেল, প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাকে কিছুদিন গুজব বলে উড়িয়ে দিলেও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা এবার বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছেন এবং জাফর ইকবালের 'কেউ কি আমাকে বলবেন' শীর্ষক প্রবন্ধ লেখার কারণে শিক্ষা মন্ত্রণালয় দফায় দফায় বৈঠক করেছে। অথচ এটি কোনো নতুন ঘটনা নয়। কিছুদিন আগে বিজি প্রেস থেকে ফাঁসের ঘটনা শনাক্ত করা হয়েছিল; কিন্তু বিচার করে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল কি? এ দেশে অপরাধীরা সচরাচর শাস্তি পায় না। ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসীন হলের গেটে সাত খুনের আসামির সারা জীবন জেলের আদেশ হলেও ১৯৭৫ সালের পর পরই মুক্তি পেয়েছে। এমন হাজার হাজার ঘটনা আছে।

যত দূর মনে পড়ে, ১৯৭০ সাল থেকেই প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটে আসছে। স্বাধীনতার পর থেকে পাবলিক পরীক্ষায় নকলের মহোৎসব শুরু হয়েছিল। একসময় স্বৈরাচারী এরশাদের শাসনামলে কোনো কোনো জেলায় পাবলিক পরীক্ষা যেন মেলায় পরিণত হয়েছিল। শামিয়ানা টানিয়ে মাইক দিয়ে প্রশ্নের উত্তর বলে দেওয়া হয়েছে। পাইপ বেয়ে দোতলায় উঠে শিক্ষকদের সামনে শিক্ষার্থীদের নকল দেওয়া হয়েছে। তখন দারোয়ান, পিয়নসহ শিক্ষকদের দায়িত্ব ছিল ম্যাজিস্ট্রেটকে পাহারা দেওয়া অর্থাৎ তাঁর আগমন শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দেওয়া। সে অবস্থাটি এখন প্রশ্নপত্র ফাঁসে রূপান্তরিত হয়েছে। দেশে এখন দুর্নীতির মহোৎসব চলছে। কোন প্রকল্পের টাকা কিভাবে কে কে আত্মসাৎ করবে, কয়টা গাড়ি প্রকল্পের জন্য বিদেশ থেকে আনতে হবে, কে কে দখল করবে ইত্যাদি। প্রকল্প গ্রহণ করাই হয় হরিলুট করার জন্য, আর ভবন তৈরি হয় এক বছর পরই ধসে পড়ার জন্য। বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করার উদ্যোগ নেই অথচ বিজ্ঞান ভবন বা বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি ক্রয়ে আগ্রহ বেশি। স্কুলে শিক্ষক নেই অথচ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ হয় টাকার বিনিময়ে, বায়োলজি বিভাগের জন্য নিয়োগ হয় ভূগোল পাস শিক্ষক বিজ্ঞানের শিক্ষক দেখিয়ে। বিজ্ঞানের শিক্ষক, ইংরেজি শিক্ষক, গণিতের শিক্ষক নেই বা পাওয়া যায় না, যাবে না। কারণ শিক্ষকের বেতন কম, সম্মানজনক না—তাই মেধাবীরা শিক্ষকতায় আসতে চান না ব্যতিক্রম ছাড়া। বিষয়টি ৩০ থেকে ৩৫ বছর ধরেই শিক্ষক ও শিক্ষাবিদরা বলে আসছেন; কিন্তু প্রতিকারের কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে, পাসের হার বেড়েছে। এখানেও দুর্নীতি। ২০ নম্বর পেলে তাতে ৩৩ নম্বর দিয়ে দেওয়ার থাকে মহানির্দেশ, ৪০ পেলে ৬০ করে দেওয়ার মৌখিক নির্দেশ। 'নম্বর কি আপনার বাবার'—কারো কারো পক্ষ থেকে তা-ও বলা হয়; কিন্তু প্রমাণ নেই। ঢাকা শহরের গুটিকয়েক স্কুল বা কলেজের শিক্ষার্থীদের নাচানাচি সারা দেশের শিক্ষার চিত্র নয়। এসব স্কুলে পড়াশোনা হলেও শিক্ষার্থীদের ভালো ফলের জন্য ফজর থেকে এশা পর্যন্ত এ কোচিং সেন্টার থেকে সে কোচিং সেন্টার দৌড়াদৌড়ি করতে হয়। শিক্ষাব্যবস্থার এই যে দুরবস্থা—তার কারণ কী? এর কারণ শিক্ষাবিদরা বহু দিন থেকেই বলে আসছেন যে শিক্ষানীতিতে শিক্ষার দর্শন নেই। শিক্ষানীতি-২০০০ এবং ২০১০ দর্শনহীন অর্থাৎ তার লক্ষ্যে সমাজ উন্নয়নের ধারাবাহিক বস্তুনিষ্ঠ কোনো ভাবনা নেই।

> ঢাকা শহরের গুটিকয়েক স্কুল বা কলেজের শিক্ষার্থীদের নাচানাচি সারা দেশের শিক্ষার চিত্র নয়। এসব স্কুলে পড়াশোনা হলেও শিক্ষার্থীদের ভালো ফলের জন্য ফজর থেকে এশা পর্যন্ত এ কোচিং সেন্টার থেকে সে কোচিং সেন্টার দৌড়াদৌড়ি করতে হয়। শিক্ষাব্যবস্থার এই যে দুরবস্থা—তার কারণ কী? এর কারণ শিক্ষাবিদরা বহু দিন থেকেই বলে আসছেন যে শিক্ষানীতিতে শিক্ষার দর্শন নেই

আমরা দেখছি, ২০০০ ও ২০১০ শিক্ষানীতিতে ড. খুদা কমিশনের মূলনীতিকে ছুড়ে ফেলে বাগাড়ম্বর কথা সাজানো হয়েছে; যদিও খুদা কমিশনের প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের কোনো উদ্যোগ নেওয়ার তাগিদ বঙ্গবন্ধু সরকারের মধ্যে দেখা যায়নি। আর তাই আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি সব বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারা দেশে হত্যা, খুন, ধর্ষণ, টেন্ডারবাজি, নদী-নালা, খাল-বিল, বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত দখলকারী ছাত্রসমাজের একাংশকে যারা পেশিবলে এবং প্রশাসন দখল করে বড় ছাত্রসংগঠন হিসেবে যেন নাম রেজিস্ট্রি করে নিয়েছে।

আজ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে সচিবালয়ের সর্বনিম্ন দপ্তর, সরকারি-বেসরকারি সব কার্যালয়, এমনকি ধর্মের নামে যত প্রতিষ্ঠান আছে—সেখানে আছে কি আদর্শবাদিতা, নৈতিকতা, সততা? শিক্ষা ভবন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়—কোথায় নেই দুর্নীতি ও অনৈতিকতা? এর পরও প্রশ্নপত্র ফাঁসের মহাযাত্রা বন্ধ করতে হবে, অন্তত প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে কিছুকালের জন্য হলেও। কয়েক দিন আগে এক টিভি চ্যানেলে প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মো. কায়কোবাদ প্রস্তাব করেছেন, পরীক্ষা শুরুর ঘণ্টা কয়েক আগে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে সেন্টারে সেন্টারে একযোগে প্রশ্নপত্র পাঠানো এবং তাৎক্ষণিকভাবে তা ফটোকপি করে সময়মতো পরীক্ষার্থীদের হাতে দেওয়া যেতে পারে। তিনি হিসাব কষে দৃঢ়ভাবে বলেছেন, এটি সম্ভব।

আমি আর একটি প্রস্তাব রাখতে চাই। এটি যে আমার মস্তিষ্কপ্রসূত সে দাবি আমি করতে পারব না। কারণ নটর ডেম কলেজে প্রায় ৩০ বছর শিক্ষকতা করার সুবাদে আমিও অভ্যস্ত ছিলাম এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে—তা হলো একাধিক সেট প্রশ্ন তৈরি করে পরীক্ষা নেওয়া; যদিও এ ব্যবস্থা শুধু কুইজ পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। আমার মনে হয়, বর্তমানে প্রচলিত সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পরীক্ষার ক্ষেত্রেও তা সম্ভবপর হবে। এ ক্ষেত্রে চার সেট প্রশ্নপত্র তৈরি করতে হবে।

তবে প্রশ্নপত্র মোটেও কঠিন হবে না। পরীক্ষার্থী মনের আনন্দে পা ছড়িয়ে যেন লিখতে পারে—পরীক্ষকের দয়ায় নয়, নিজেদের যোগ্যতায় তারা পেতে পারে ৭০-৮০ বা ৯০ নম্বর। তবে ডক্টরেট ডিগ্রিধারীদের লেখা নোট বইয়ের অংশ মুখস্থ করে তা যেন না হয়। শিক্ষার্থীদের পুরো সিলেবাসটি পড়ে রাখতে হবে, মুখস্থ করে নয়—এ বছর এসেছে, তাই পরের বছর বাদ দিতে হবে; পড়ার সিস্টেম এমন হবে না। আর যেহেতু পরীক্ষার্থীরা খাতা ভরে লিখবে, তাই খাতা দেখার পারিশ্রমিকও সে অনুযায়ী পেতে হবে। এভাবে যত বুদ্ধি করা হোক না কেন—সব বুদ্ধি হয়তো নির্বুদ্ধিতায় পরিণত হবে যদি সমাজে চরম বৈষম্য থাকে, শোষণ থাকে। থাকে অনাহার, অপুষ্টি, কৃষকের ফসলের লাভজনক দাম না পাওয়া, শ্রমিকের বেঁচে থাকার মজুরি না পাওয়া ইত্যাদি। থাকে বেতন স্কেলে পাহাড়সম পার্থক্য, সমাজে ঘটতে থাকে পুকুরচুরি, সমুদ্রচুরির মতো ঘটনা আর নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়া।

শেষ কথা, শিক্ষাব্যবস্থার সব উন্নতি জাতীয় আয়ের ২.২ শতাংশ বিনিয়োগ করে এবং জাতীয় বাজেটের ৭-৮ শতাংশ বরাদ্দ করে সম্ভবপর নয়। এই বিনিয়োগ যত দ্রুত সম্ভব জিডিপির ৮ শতাংশ এবং বাজেটের ৩০ শতাংশে উন্নীত করা প্রয়োজন, যা ১৯৬৬ সালে ইউনেসকোর সভায় উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল। তাই আজ প্রয়োজন, খুদা কমিশনের মূলনীতির আলোকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় যারা দেশ পরিচালনা করবে, সেই গণসচেতনতাসমৃদ্ধ নতুন প্রজন্মের সরকার—এর কোনো বিকল্প নেই।

লেখক : সাধারণ সম্পাদক, শিক্ষা বিকাশ ছায়া